অক্ষসূক্ত

ঋগ্বেদে দেবমাহাত্ম্যবর্ণনাবিষয়ক সূক্তের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ কিছু উল্লেখযোগ্য সূক্ত-ও পাওয়া যায়। ধর্মনিরপেক্ষ এই অর্থে যে সেগুলিতে দেবতাবিষয়ক ভাবনা মুখ্য নয়। দেবতদের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে ঋষিকবিরা সেখানে বৈচিত্র্যময় এই জীবজগতের দিকে তাকিয়েছেন। এই ধরণের সূক্তের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি নীতিপ্রতিপাদক সূক্ত, যেগুলির মধ্যে আবার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দশমমণ্ডলের অক্ষসূক্তটি (10|34)। সূক্তটি অক্ষক্রীড়াসক্ত হতভাগ্য এক পাশাখেলোয়াড়ের আত্মকাহিনী। প্রাচীন বৈদিক সমাজে অক্ষক্রীড়া এবং মৃগয়া - এই দুটি অবসরবিনোদনের প্রধান উপায়রূপে প্রচলিত ছিল। কিন্তু এদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি যে মানুষের সর্বনাশের কারণ হয় সেটা-ও প্রাচীন আর্যগণ উপলব্ধি করেছিলেন। পরবর্তীকালে শাস্ত্রকারগণ অক্ষক্রীড়া ও মৃগয়াকে যে ব্যসন বলেছেন, প্রাচীন আর্যঋষিগণ-ও এদের কুফল সম্বন্ধে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন। আলোচ্য সূক্তে তত্কালীন সমাজে প্রচলিত অক্ষক্রীড়া এবং এই অক্ষক্রীড়ার নেশায় প্রমত্ত এক দ্যূতকরের মর্মান্তিক পরিণামের একটি চিরকালীন সামাজিক চিত্র উদ্ঘাটিত হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ এই বর্ণনা যেমন বাস্তবসম্মত, তেমনি মনোবিজ্ঞানসম্মত। অক্ষক্রীড়ায় আসক্ত দ্যূতকরের নিকট অক্ষের দুর্নিবার আকর্ষণ অত্যন্ত মোহকর। বিভীদক বৃক্ষজাত পাশার ঘুঁটিগুলি যখন আস্ফারে (পাশা খেলার ছকের উপর) বিচরণ করে, তখন তারা সবলে দ্যূতকরকে আকর্ষণ করতে থাকে। অক্ষের প্রতি আকর্ষণ উত্কৃষ্ট সোমরসপানের আকর্ষণের সঙ্গে তুলনীয় - "সোমস্যেব মৌজবতস্য ভক্ষো বিভীদকো জাগৃবির্মহ্যমচ্ছান"। পাশার সর্বনাশা আকর্ষণে মত্ত দ্যূতকর নিজ পত্নীকে অবজ্ঞা করে। অক্ষ-ই তার নিকটে পত্নী অপেক্ষা-ও প্রিয় হয়েছে। তাই পত্নীকে বিতাড়িত করতেও তার বাধেনি। অথচ পত্নী চিরদিন-ই তার অনুগতা ছিল, কখনো সে (পত্নী) দ্যূতকরকে তিরস্কার করেনি বা ক্রোধ প্রকাশ করেনি। এমন কি তার বন্ধুদের নিকটেও তার পত্নী মঙ্গলদায়িকা ছিল। পাশার আকর্ষণে-ই তার অত্যন্ত দুঃখকর পরিণতি ঘটেছে। তার পত্নী তাকে স্থান দেয়নি, শ্বশ্রূ কর্তৃক সে

বিতাড়িত হয়েছে| পাশাখেলায় হেরে গিয়ে সে যে ঋণ করে তার জন্য তার স্ত্রীকে অন্যের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয় - "অন্যে জায়াং পরিমৃশন্তি" | পিতা,মাতা ও ভ্রাতৃগণ তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদন করে, উত্তমর্ণের নিকটে তার সম্বন্ধে বলে - "ন জানীমো নয়তো বদ্ধমেতম" | অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে দ্যূতকর বলে - " নাহং বিন্দামি কিতবস্য ভোগম" | নানাভাবে বিব্রত পাশাখেলোয়াড় অক্ষক্রীড়ার প্রতি আসক্তি মন থেকে দূর করতে চেষ্টা করে এবং সঙ্কল্প করে যে সে আর পাশা খেলবে না| কিন্তু পাশার দানের শব্দ তাকে আকর্ষণ করতে থাকে | অভিসারিকা জনপদবধূর মতো দ্যূতকর-ও শেষ পর্যন্ত দ্যূতশালায় গিয়ে উপস্থিত হয়| সে এই আশা করতে করতে যায় যে এইবার সে জয়লাভ করবে| কিন্তু পাশার ঘুঁটি তাকে পুনরায় প্রতারিত করে| অল্পবুদ্ধি বালককে কোনো বস্তু প্রদান করে ফিরিয়ে নেওয়ার মতো অক্ষ তাকে যা দিয়েছে সমস্ত-ই ফিরিয়ে নিয়েছে - "কুমারদেষ্ণা জয়তঃ পুনর্হণঃ" | অক্ষের প্রভাব অপরিসীম | রাজা পর্যন্ত অক্ষের প্রভাবের কাছে নতি স্বীকার করেন | অক্ষ বাইরে "মধ্বা সংপুক্তাঃ"(মধুসংপৃক্ত বা মিষ্ট) ও অত্যন্ত শীতল হলেও স্বরূপে তারা অঙ্কুশতুল্য যন্ত্রণাদায়ী| দগ্ধ করাই তাদের স্বভাব | অক্ষক্রীড়াসক্তির শোচনীয় পরিণামে দ্যূতকর নিজেই কেবল অনুতপ্ত নয়, তার স্ত্রী দুঃখে পরিপূর্ণা, মাতাও পুত্রের জন্য সন্তপ্তা| অক্ষক্রীড়া য় পরাজিত ও ঋণগ্রস্থ দ্যূতকর নিরুপায় হয়ে রাত্রিতে ধনলাভের জন্য অন্যের গৃহে প্রবেশ করে| অন্যের শান্তিপূর্ণ জীবনযাত্রা দেখে হতভাগ্য দ্যূতকর সুস্থ জীবনের আকাঙ্খায় মর্মান্তিক মর্মপীড়া অনুভব করতে থাকে| অনেক দুঃখদুর্দ্দশা অনুভব করে অবশেষে দ্যূতকর আপন অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে যে অক্ষক্রীড়ায় নয়, কৃষিকর্মের দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে শান্তভাবে জীবনযাপন করাতেই প্রকৃত আনন্দ; তাই সে নিজেই প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে| সে উপলব্ধি করেছে, অক্ষক্রীড়ায় আসক্তি পরিহার করতে পারলেই জীবনে যা প্রয়োজন সমস্ত-ই তার হবে| সূক্তের শেষে দ্যূতকর জীবনে যা করেছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে| অনেক দুঃখভোগের শেষে সে অক্ষক্রীড়াসক্তির ভয়াবহতা উপলব্ধি করেছে এবং অক্ষের দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে মুক্তি চেয়েছে|